**আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী ফোরাম ২০১৪ বাংলাদেশ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, বুধবার, ০২ আশ্বিন ১৪২১, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

উপস্থিত দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

 আসসালামু আলাইকুম।

বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী ফোরামে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্বমন্দা ও অর্থনৈতিক মন্থরতা সত্ত্বেও বিগত দুই দশক ধরে এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতিগুলো ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিও গত পাঁচ বছর ধরে গড়ে ৬ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

আমাদের অনেক প্রতিবেশীও নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল অর্থনীতির পথে যাত্রা শুরু করেছে।

এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় অধিক দেশীয় ও বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণ, আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি বাড়ানো এবং বিনিয়োগ ধরে রাখা বিশেষ অবদান রেখেছে।

বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত গতিশীল অর্থনীতিগুলো বিভিন্ন দেশকে আঞ্চলিক ও সমন্বিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্বের সবচেয়ে কম সংযুক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া একটি। বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও এ অঞ্চলে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ সার্বিক বৈশ্বিক বিনিয়োগের মাত্র ২ শতাংশ।

বিশ্বে গড়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের পরিমাণ ৬৪৩ ডলার। অথচ এ অঞ্চলে এর পরিমাণ মাত্র ২০ ডলার।

দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃআঞ্চলিক বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বছরে গড়ে মাত্র ৩০০ মিলিয়ন ডলার। যা এ অঞ্চলের মোট বিনিয়োগের মাত্র ১ শতাংশ।

অথচ দক্ষিণ এশিয়াতে বিনিয়োগকারীদের জন্য রয়েছে বাজার সুবিধা এবং মধ্যম আয়ের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী। স্থানীয় ভোক্তা চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারও স্ফীত হচ্ছে। বহুমুখী রপ্তানি বাড়ার ফলেও বিনিয়োগ আকর্ষণীয় হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে বাণিজ্যিক সুযোগ সম্প্রসারণকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, বাণিজ্য প্রসার, বাজারে প্রবেশাধিকারের মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার পথ উন্মুক্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মত দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারণাগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অর্থনৈতিক সংস্কার করছে। প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি বঙ্গোপসাগর প্রবৃদ্ধি ত্রিভুজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেই। এই প্রবৃদ্ধি ত্রিভূজ চীন ও জাপানসহ আমাদের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশীদের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে অনুঘটকের কাজ করতে পারে।

আমাদের বাণিজ্য প্রত্যাশাগুলো সরাসরি সমুদ্রের সাথে সম্পৃক্ত। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে অচিহ্নিত সমুদ্রসীমা ছিল আমাদের বড় ধরনের উন্নয়ন বাধা। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে এ বিষয়ে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান হয়েছে এবং সবাই তাদের প্রযোজ্য অংশ পেয়েছে।

এখন আমাদের তটরেখা থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। “সুনীল অর্থনীতি” সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারের অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে।

আমরা কৌশলগত সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক মূল্য সংযোগ চেইনে কয়েকটি বড় অর্থনীতির সাথে কাজ শুরু করেছি। এটাই আগামী দিনের উন্নয়নের সোপান বলে আমি মনে করি।

সমন্বিত উৎপাদন পদ্ধতি এবং পারস্পরিক প্রবৃদ্ধি মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সব দেশই লাভবান হবে।

আমরা এ ফোরামকে আমাদের আঞ্চলিক প্রতিবেশীদের সাথে আরও নিবিড় সহযোগিতা এবং আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য ধাপ হিসেবে বিবেচনা করছি।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বখ্যাত সংস্থা “Goldman Sachs” একবিংশ শতাব্দীতে যে ১১টি দেশ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সিটিগ্রুপ বাংলাদেশকে Global Growth Generator হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশের সার্বভৌম ঋণমান স্থিতিশীল রয়েছে।

দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীবৃন্দ,

আমাদের সরকার দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ও বিনিয়োগবান্ধব বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতি প্রবর্তন করেছে। আমরা শতভাগ বৈদেশিক পুঁজি, অবারিত রেমিট্যান্স পলিসি এবং সহজেই মুনাফা, কারিগরি সহায়তা ফি ও রয়্যালটি ফি প্রত্যাবাসনের সুবিধা দিচ্ছি। প্রায় সকল খাত বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

আমরা ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। প্রণোদনামূলক বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছি। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে -

- বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান;

- ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা;

- দেশে বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো তথা, সড়ক, ব্রীজ নির্মাণসহ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও বন্দর নির্মাণ, বিশ্বমানের তথ্য প্রযুক্তিখাত নির্মাণ এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা;

- আমরা ইতোমধ্যেই পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি চূড়ান্ত করেছি। আরও ১৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের আটটি ইপিজেডে প্রায় ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।

- দেশের ব্যাক্তিখাতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও সেগুলো সমাধান করা হচ্ছে। এলক্ষ্যে আমরা কৃষিখাতে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড গ্রহণ করেছি যাতে মূল্য সংযোজনের সকল পর্যায়ে বিনিয়োগ করা যায়;

- “ডিজিটাল বাংলাদেশ” এর আলোকে বিনিয়োগ নিবন্ধনকরণ, কোম্পানী নিবন্ধনকরণ, টিআইএন, জমি চুক্তি সম্পাদন, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিবন্ধন অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণ করতে আমরা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছি। বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করেছি। এর মধ্যে আছে -

- ব্যাক্তিখাতের বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য একটি কার্যকর “One Stop Service” সেবা প্রদানের ব্যবস্থা;

- বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে পুরোনো আইন ও বিধিগুলো যুগোপযোগী করা;

- সকল উৎপাদন ও সেবা খাতে বিনিয়োগের জন্য ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা;

- কৃষিভিত্তিক খাত, অর্থনৈতিক অঞ্চল, আইসিটি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; এবং

- বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা।

সুধিমন্ডলী,

আমি সকল বিনিয়োগকারীকে আমাদের উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি, বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ, দক্ষ জনশক্তি এবং কৌশলগত ভাল অবস্থানের সুবিধা নেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার আলোকে বাণিজ্য - বিনিয়োগ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছে। একটি গতিশীল ব্যক্তিখাত এ পরিবর্তনের সুযোগ নিতে পারে। এর মাধ্যমে উচ্চ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আমাদের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণকে আরও বিনিয়োগ বান্ধব ও সহজতর করতে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশকে একটি গতিশীল ও বিকাশমান অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলায় অংশ নেয়ার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এই ফোরামের সফলতা এই অঞ্চলের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিকে বেগবান করতে বিশেষ অবদান রাখবে।

আমরা বিনিয়োগ আকর্ষণে কি কি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি তা প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করার জন্য আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এ আহ্বান জানিয়ে আমি “ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টরস ফোরাম ২০১৪ বাংলাদেশ” এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...